দাতাদের অর্থায়নে গঠিত ক্লাইমেট রেসিলেন্ট তহবিল (BCCRF) ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার দাবি

গণতান্ত্রিক মালিকানাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডই একমাত্র বিকল্প

গত ১৯ মে ২০১১ তারিখে Bangladesh Climate Change Resilience Fund বা বিসিসিআরএফ'র একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিসিসিআরএফ জলবায়ু অভিযোজনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়নে গঠিত একটি তহবিল। বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, বিশ্ব ব্যাংক, নেদারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দাতা দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা সমস্যা মোকাবেলায় সরকারি অর্থায়নে গঠিত অন্য আরেকটি তহবিল রয়েছে, যার নাম Bangladesh Climate Change Trust Fund বা বিসিসিটিএফ।

১৯ মে ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভাটি ছিল বিসিসিআরএফ'র প্রথম সভা। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যে এই তহবিলে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যোগান দিয়েছে। জানা গেছে, এই তহবিল থেকে ১৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ও ৫০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণ এবং আরও ৪০ কিলোমিটার রাস্তা মেরামতের পরিকল্পনা রয়েছে। সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য (Capacity building) ইতিমধ্যে ২ লাখ মার্কিন ডলার বরাদ্দের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে, যা বাস্তবায়িত হবে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য এই তহবিলের মোট ১০% বরাদ্দ পাবে বলে আমরা জানতে পেরেছি।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, 'এই তহবিল ব্যবস্থাপনা এখন বিশ্ব ব্যাংক করবে এবং পরে সক্ষমতা অর্জন সাপেক্ষে বাংলাদেশ সরকার এই তহবিল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পাবে।'

গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান (Campaign for Sustainable Rural Livelihood-CSRL) ও ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ ((EquityBD)-এর নেতৃত্বে আমরা অধিকারভিত্তিক বিভিন্ন সুশীল সমাজ সংগঠন ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা জলবায়ু অভিযোজনে বাংলাদেশের জন্য অধিকতর তহবিল বরাদ্দের দাবিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অধিপরামর্শ (Advocacy)সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি। কারণ, বাংলাদেশের জনগণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ফলে বিশ্বে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর পাশাপাশি আমরা দেশের অভ্যন্তরে বিসিসিআরএফ ও বিসিসিটিএফ-সহ জলবায়ু অভিযোজনের সকল তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে গণতান্ত্রিক মালিকানাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসিত কোনও কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে আসছি। আমরা সরকারি মালিকানার বিকল্প হিসেবে গণতান্ত্রিক মালিকানার কথা বলছি, কেননা সরকারি মালিকানা মানেই আমলা ও সরকারি নীতি নির্ধারকদের আধিপত্য। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক মালিকানা মানে হলো সরকারি ও বিরোধী উভয়দলেরই নীতি নির্ধারক, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এবং স্থানীয় নেতৃত্বের প্রতিনিধিত্ব ।

এমতাবস্থায় উক্ত সভার সংবাদ ও সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আমরা এ বিষয়ে আমাদের কিছু উদ্বেগ ও পরামর্শ তুলে ধরছি:

১. প্রকল্প বাছাই প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা প্রয়োজন

প্রকল্প বাছাইয়ের মাপকাঠি কী, সরকার বা মন্ত্রণালয় কোন কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে, কোন কোন জেলায় এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে এবং এ খাতে ঠিক কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার বিস্তারিত ও স্পষ্ট বিবরণ এখনও অপ্রতুল। আমরা ধারণা করছি যে, সরকারি বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমেই এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে, কিন্তু প্রকল্পগুলোর বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হলে সচেতন নাগরিক ও গণমাধ্যমের পক্ষে ঐ প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও পরীবিক্ষণ বা মনিটরিং করা সহজ হবে।

যেহেতু সরকার এই প্রকল্পগুলোর মালিকানায় রয়েছে, সুতরাং সরকারেরই উচিৎ এর বিস্তারিত তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করা। পাশাপাশি যেহেতু বিশ্ব ব্যাংক এই তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছে এবং যেহেতু পিকেএসএফ এনজিওদের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে, সেহেতু এই দু'টি সংস্থার কাছে আমরা সংশ্লিষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ একটি ওয়েবসাইট চালুর দাবি জানাই। এই ওয়েবসাইটে সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত সকল চুক্তির বিস্তারিত, বিশ্ব ব্যাংক ও পিকেএসএফ'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কার্যপ্রণালীর বিস্তারিত তথ্যও থাকতে হবে। পাশাপাশি কোন সংস্থা বা দেশ থেকে কত টাকা গ্রহণ করা হলো তার বিস্তারিত, প্রকল্প বাছাইয়ের প্রক্রিয়া ও মাপকাঠি, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সম্পর্কিত তথ্যও থাকা উচিৎ বলে আমরা মনে করি। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য প্রকাশের নীতিমালাও এক্ষেত্রে পুরোপুরি পালন করতে হবে।

২. প্রকল্প প্রস্তাবনা ও ব্যবস্থাপনায় চারটি অপরিহার্য শর্ত পালন অত্যাবশ্যকীয়

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্নীতিপরায়ন দেশ হিসেবে আমাদের দুর্নাম রয়েছে। আর এই বিষয়টি মাথায় রেখেই দাতা সংস্থার অর্থ ব্যবহারে আমাদের সতর্ক হতে হবে, যাতে করে আমরা আরও অধিক অর্থ তাদের কাছ থেকে আনতে পারি। বাস্তবিক অর্থেই

জলবায়ু অভিযোজনে আমাদের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই আমরা মনে করি, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কঠোরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন, বিষয়গুলো হলো: (ক) দুর্নীতির ঝুঁকি নিরূপণ, (খ) তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রকাশ নীতিমালা, (গ) অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও (ঘ) প্রকল্পের কোন পর্যায়ে, বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে কার অংশগ্রহণ কতটুকু হবে, কেন হবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার নীতিমালা থাকা।

৩. সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বা ধরন প্রকাশ করতে হবে এবং সুশীল সমাজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে

বাংলাদেশ সরকার আলোচ্য তহবিলের মালিকানা ঘোষণা করেছে, বিশ্বব্যাংকও এর স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা এই ঘোষণা ও স্বীকৃতিকে স্বাগত জানাই। আশা করি সরকারের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, সুশীল সমাজই প্রথম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০০৮ সালে লন্ডন কনফারেন্সের মাধ্যমে গঠিত এমটিডিএফ (Multi Donor Trust Fund) এর উপর বিশ্ব ব্যাংকের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের প্রবল বিরোধিতা করেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরের শুরুতে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি করা হয়, যাতে জলবায়ু তহবিলের উপর বাংলাদেশ সরকারের মালিকানার কথা স্বীকার করা হয়। কিন্তু কারিগরি কিছু ক্ষেত্রে সহায়তার নামে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা সংক্রান্ত মাননীয় মন্ত্রীর কিছু মন্তব্য এব্যাপারে দ্বিধা ও অস্পষ্টতার সৃষ্টি করেছে। আমরা তাই বিশ্ব ব্যাংকের কাছ থেকে সরকার কিভাবে সক্ষমতা অর্জন করবে, বিশ্ব ব্যাংক কী ধরনের কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে, সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানাই। সক্ষমতা বৃদ্ধির নামে বরাদ্দকৃত ২ লাখ ডলারের যথাযথ ব্যয় নিয়েও আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি। কতিপয় অপ্রয়োজনীয় গবেষণা বা পরামর্শমূলক প্রতিবেদন উৎপাদনের লক্ষ্যে বিদেশি বিশেষজ্ঞ নিয়োগের নামে বিপুল অর্থ অপচয়ের আশংকাও এক্ষেত্রে খুবই যুক্তিসঙ্গত। কারিগরি সহায়তার বিষয়ে 'চাহিদার নিরিখে' সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে না-কি 'যোগান বা সহায়তা সরবরাহ' নিশ্চিত করার জন্য এটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়েও আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দাবি করছি। সর্বোপরি সরকারের উচিৎ এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত করা এবং সুশীল সমাজের সঙ্গে এ বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করা।

৪. পিকেএসএফ-কে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে, সংস্থাটিকে স্বার্থের দ্বন্দ্ব (conflict of interest) থেকেও পুরোপুরি মুক্ত রাখতে হবে

এনজিওদের জন্য বরাদ্দকৃত ১০% অর্থ পিকেএসএফ'র মাধ্যমে বিতরণের সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু পিকেএসএফ যেহেতু ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ে কাজ করে, তাই তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-কে ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি সকল পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। তাছাড়া পিকেএসএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যে কাজের বিভাজন কিভাবে হবে, কিভাবে পিকেএসএফ প্রকল্প বাছাই, বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পেতে পারে সেইসব বিষয়েও খোলাখুলিভাবে প্রকাশের জন্য আমরা দাবি জানাই।

৫. জলবায়ু অভিযোজনের সকল তহবিলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গণতান্ত্রিক মালিকানা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ বা বোর্ডই চূড়ান্ত বিকল্প

সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে আমরা জলবায়ু অভিযোজনের বিভিন্ন তহবিলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ বা বোর্ডের কাছে দেওয়ার দাবি করে আসছি। আমরা এক্ষেত্রে পিকেএসএফ বা ইডকলের (ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লি.) মতো প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছি, কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি হলেও স্বায়ত্তশাসিত এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রহণযোগ্যতাও রয়েছে। আমরা প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক মালিকানা নিশ্চিত করণেরও দাবি জানিয়ে আসছি। গণতান্ত্রিক মালিকানা মানে হলো সরকারি ও বিরোধী উভয়দলেরই প্রতিনিধিত্ব, সুশীল সমাজ, নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য সোচ্চার কণ্ঠ গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ। গণতান্ত্রিক মালিকানা সরকারি মালিকানা থেকে আলাদা। বিসিসিটিএফ-এর ক্ষেত্রে আমরা সরকারি মালিকানার উদাহরণ খুঁজে পাই, যেখানে এর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বোর্ড গঠিত হয়েছে কয়েকজন মন্ত্রী, সচিব ও অন্যান্য আরও কয়েকজন আমলার সমন্বয়ে। নাগরিক সমাজের মাত্র দু'জন প্রতিনিধি থাকলেও বলা হয়েছে যে, সরকার না চাইলে তাদেরকে যেকোন সময় বাদ দেওয়া যেতে পারে। উক্ত তহবিল বরাদ্দে এনজিও বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দু'টি পর্যায় কাজ করেছে, বাছাই কমিটি এবং বোর্ড। উক্ত তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে সংস্থা ও প্রকল্প বাছাইয়ে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যমে তীব্র সমালোচনার ফলে এক পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রীকে ঐ বরাদ্দ বাতিল করতে হয়েছে। এ ধরনের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থাকার ফলেই আমরা আশংকা করি যে, সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানা থাকলে জলবায়ু অভিযোজনের কোনও তহবিলেরই কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান
ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ

যোগাযোগ: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ৯/৪, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ৮১২৫১৮১
ই মেইল: info@equitybd.org, ওয়েব: www.equitybd.org, www.csrlbd.org
বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ: জিয়াউল হক মুক্তা, মোবাইল: ০১৭১৩০৬০১৫০,
রেজাউল করিম চৌধুরি, মোবাইল: ০১৭১১৫২৯৭৯২, মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১